بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

তাহরীকে জদীদের ৯০তম বছরে জামা'ত কর্তৃক উপস্থাপিত অসাধারণ আর্থিক কুরবানীর দৃষ্টান্ত ও ৯১তম বছরের ঘোষণা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ০৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

اَلَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَہُمۡ بِالَّیۡلِ وَالنَّہَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِیَۃً فَلَہُمۡ اَجۡرُہُمۡ عِنۡدَ رَبِّہِمۡ ۚ وَ لَا خَوۡفٌ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا ہُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াত পাঠ করেন। যার অর্থ হল,যারা নিজেদের ধনসম্পদ রাতে ও দিনে (এবং) গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের জন্য তাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

তিনি (আই.) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় আহ্‌মদীয়া জামা'তের সদস্যরা উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রচুর পরিমাণে আর্থিক কুরবানী করে থাকেন। জামা'তের অনেক চাঁদার খাত রয়েছে যেমন, আবশ্যিক চাঁদা, চাঁদা আম, চাঁদা ওসীয়্যত ইত্যাদি, আবার তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদাও রয়েছে। যখন যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় জামা'তের সদস্যরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অগ্রগামী হয়ে গোপনে এবং প্রকাশ্যে আর্থিক কুরবানী করে থাকেন। কখনো এ চিন্তা করেন না যে, তাদের অর্থাভাব দেখা দেবে।

আহ্‌মদীয়া জামা'তের অধিকাংশ সদস্য স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষ, তথাপি তারা অসাধারণভাবে কুরবানী উপস্থাপন করে চলেছে, আর কখনো এ কথা বলে না যে, জামা'ত এত তাহরীক করে অথচ আমাদের আয় সীমিত, এগুলো কোথা থেকে আসবে? বরং আন্তরিকতা ও উদ্দীপনার সাথে কুরবানী করে থাকে। বহু মানুষ এমন আছেন যারা বিপুল পরিমাণে কুরবানী করেন, বরং এমন বলা উচিত নিজেদের পেট কেটে, পানাহারের ব্যয় সঙ্কোচন করে, সন্তানসন্ততির খরচ বাঁচিয়ে এই কুরবানীতে

অংশ নিয়ে থাকেন এবং তারা কখনও চিন্তা পর্যন্ত করেন না বা এমন অভিব্যক্তি উপস্থান করেন না যে, আমরা এই এই কুরবানী করেছি, তথাপি আমাদের উপর কেন এত বোঝা চাপানো হচ্ছে?আমাদেরও অমুক প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের ঘোষণার সময় সরল জীবনযাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেছিলেন, সাদাসিধে জীবনযাপন করে অর্থ সঞ্চয় কর এবং তদনুযায়ী ব্যয় কর। এ নির্দেশনা অনুযায়ী অনেকে সাদাসিধে জীবনযাপন করেন, অথচ আল্লাহ্‌র পথে প্রচুর অর্থ কুরবানী করেন। তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে চিন্তাও করা যায় না যে, তারা এত বড় কুরবানী করতে সক্ষম, কিন্তু তারা হাজার ডলার বা পাউন্ড বা ইউরো কুরবানী উপস্থাপন করে থাকেন। বর্তমানে জগৎপূজায় আসক্ত এসব দেশ থেকে বিপুল পরিমাণে কুরবানী করাটা অনেক বড় একটি বিষয় আর পাকিস্তান, ভারত, আফ্রিকার ন্যায় দরিদ্র দেশগুলিতে যেখানে আহ্‌মদীদের আয় যথেষ্ট কম,মানুষ অনেক কষ্টে জীবনযাপন করে, তদ্‌সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে গোপনে ও প্রকাশ্যে কুরবানী করে থাকে। কাজেই, এরাই প্রকৃত মু'মিন এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী।

সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লা আহ্‌মদীয়া জামা'তকে অনেক মহান কুরবানীকারী সত্তা দান করেছেন। অন্যদের মতো নয় যে, পাঁচ, দশ টাকা দিয়ে পরবর্তীতে মসজিদে একশবার ঘোষণা করে বেড়ায়। এমন বহু ঘটনা আমার সামনে এসেছে, যেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগের জন্য নিজেকে উপস্থাপন করেছেন, যন্মধ্যে আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। দরিদ্র মানুষরা তো অনেক বড় কুরবানী করে চাঁদা প্রদান করে থাকেন, যদিও তাদের কুরবানী আপাতদৃষ্টিতে অর্থের দিক থেকে অনেক কম, কিন্তু ওজনের দিক থেকে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অনেক বড় কুরবানী। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র দেশের মানুষদের মধ্যেও এই প্রবণতা রয়েছে যে, আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের সাথে সাথে আল্লাহ্ তাদের সকল প্রকার ভয়ভীতি দূর করেন এবং তাদের চাহিদাও পূরণ করেন।

উদাহরণস্বরূপ, জার্মানের রুডগাউ জামা'তের সদর সাহেব বলেন, কিছু ওয়াকফে জিন্দেগী নিজেদের এক মাসের আয় চাঁদাস্বরূপ প্রদান করার ঘোষণা করেন, যা অন্যান্য লোকেদেরকে বড় বড় কুরবানী করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এক ব্যক্তি এক বড় অঙ্কের অর্থ তাহরীকে জদীদের চাঁদা হিসাবে দান করেন এবং পরের বছর তার অঙ্গীকার দ্বিগুণেরও বেশি বর্ধিত করেছিলেন। এই আত্মত্যাগের চেতনা তার জীবনকে সরলতা ও মিতব্যয়ীতে পরিণত করেছিল, এমনকি তিনি সাধারণ পোশাক ও সরল জীবন অবলম্বন করেছিলেন। সেক্রেটারি মাল সাহেব বলেন, তাঁর বাহ্যিক অবস্থা দেখে মনে হত না যে, তিনি এত বড় কুরবানী করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এ প্রসঙ্গে আমার একটি পুরানো ঘটনা মনে পড়ে গেল, করাচিতে আমাদের এক ধর্মপ্রাণ বন্ধু শেখ মজিদ সাহেব ছিলেন। তিনি বিপুল পরিমাণ আর্থিক কুরবানী করতেন এবং সংসারের খরচ রেখে সব অর্থ জামা'তের বিভিন্ন খাতে চাঁদা প্রদান করতেন। আর তিনি বলতেন, আমার এই ব্যবসা বানিজ্য তো জামা'তের জন্য।

কাদিয়ানের ওকীলুল মাল সাহেব লেখেন, কেরালার এক ব্যক্তি বলেন, আমার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। কোন কাজ পাচ্ছিলাম না। পরিশেষে আমি চিন্তা করলাম, আর কিছু না হোক কাপড়ের ব্যবসা তো শুরু যাক। ফুটপাথে একটি টেবিল পেতে কাজ শুরু করি। এরপর সেই উপার্জন থেকে নিয়মিত হিসাব করে চাঁদা প্রদান করতে থাকি। এর ফলে আল্লাহ্‌র কৃপায় ব্যবসায় উন্নতি হতে থাকে। তিনি বলেন, এখন আমি মোটা অঙ্কের চাঁদা প্রদান করি। বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্যান্য লোকের ব্যবসা যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে গত দুই তিন বছরে আমার ব্যবসার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, এভাবে চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্ তার আয়-উপার্জনে প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। এখন তাঁর নিজস্ব বড় বড় দোকান আছে। কোথায় ফুটপাতে টেবিল পেতে কাজ করতেন, আর এখন দু'টি দোকান এবং একটা শোরুমও আছে। আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় লক্ষাধিক টাকা তিনি চাঁদা হিসাবে দান করেন। চলতি বছরে তাহরীকে জদীদ খাতে দশ লাখ টাকা চাঁদা প্রদান করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এটা শুধু গরীব দেশের কথা নয়। দৃঢ় ঈমানদার ব্যক্তিরা সর্বত্র এই দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। সৎ নিয়্যতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করতে চান এবং করেন তাঁরা এই দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করে থাকেন। তাদেরকে এই দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করানোর মাধ্যমে, তারা ধনী দেশের বাসিন্দা হোক বা দরিদ্র দেশের, আল্লাহ্ তাদের ধর্মকে শক্তিশালী করার জন্য সামগ্রী উৎপন্ন করেন এবং তাদের ঈমানকে দৃঢ়তা প্রদান করেন। এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যা আল্লাহ্‌তা'লা মানুষের ঈমানকে দৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ করান। অতঃপর তা প্রত্যক্ষ করে অন্যান্যদের মধ্যে কুরবানী করার চেতনা জন্মায়।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) বিগত বছরের তথ্য উপস্থাপন করেন এবং তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দেন। হুযুর আনোয়ার তাহরীকে জদীদের ৯০তম বছরে বিভিন্ন পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে বলেন,আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় বিশ্বব্যাপী জামা'তে আহ্‌মদীয়া ১৭.৯৮ মিলিয়ন পাউন্ড কুরবানী পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। যা গত বছরের থেকে ৭ লাখ ৭৯ হাজার পাউন্ড বেশি। এক্ষেত্রে চাঁদা প্রদানের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে জার্মানি, এরপর যুক্তরাজ্য আর তারপর রয়েছে যথাক্রমে আমেরিকা, কানাডা, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ এবং ঘানা।

চাঁদা প্রদানকারীর সংখ্যার নিরিখে প্রথম পাঁচটি দেশ হল, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, বারতানিয়া, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া। আরও কিছু দেশ আছে যারা কাজের অগ্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নতি করেছে, যেমন বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া, হল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড এবং মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ। এ প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) বাংলাদেশের জামা'তের জন্য দোয়ার ঘোষণা করেন।

তাহরীকে জাদীদ চাঁদা প্রদানকারীর মোট সংখ্যা ১৬ লাখ ৮১ হাজার। গত বছরের তুলনায় এই সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। চাঁদা প্রদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির নিরিখে উল্লেখযোগ্য দেশগুলি হল, নাইজেরিয়া, কঙ্গো, ব্রাজিল, নাইজের, গাম্বিয়া, কঙ্গো কনশাসা, কেমরুন, গিনি কেনাকারি, গিনি-বাসাউ, উগান্ডা এবং সেরালিউন।

ভারতের প্রথম দশটি রাজ্য হল, কেরালা, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা, কর্ণাটক, জম্মু ও কাশ্মীর, পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও দিল্লি। ভারতের প্রথম দশটি জামা'ত হল,হায়দ্রাবাদ, কাদিয়ান, কালিকট, কোয়েম্বাটুর, মাঞ্জেরি, মেলাপালাম, ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা, কেরাং, কারুলাই।

হুযুর আনোয়ার (আই.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বাণী উপস্থাপন করার পর বলেন, আল্লাহ করুন আমরা যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) র অভিপ্রায় অনুযায়ী কুরবানীতে অগ্রসর হতে পারি, আর্থিক কুরবানীসহ আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারি, আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধিকারী হতে পারি এবং শুধুমাত্র আর্থিক ত্যাগেই নয় বরং প্রতিটি পরিস্থিতিতে একজন প্রকৃত মুসলমানের ন্যায় আমরা কার্যকরী দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারি। আর যখন এমন হবে, তখন আমরা জামা'তের অগ্রগতিও দেখতে পাব এবং পূর্বের তুলনায় অধিক সাফল্য প্রত্যক্ষ করতে থাকব। ইনশাআল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করতে থাকব এবং শত্রুকে ব্যর্থ ও অসফল হতে দেখব। আমাদের জীবনে এমন দিন আল্লাহ্ শীঘ্রই নিয়ে আসুন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যারা আর্থিক কুরবানী করেছেন, আল্লাহ্ তাদের উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, তাদের সহায় সম্পত্তি ও জীবনে অফুরন্ত কল্যাণ দান করুন এবং ভবিষ্যতে সর্বদা তারা উত্তমরূপে জীবন যাপন করুন, তাদের সন্তান-সন্ততি ও বংশধররা যেন তাদের চক্ষু শিতলকারী হয় এবং তারা স্বয়ং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে অগ্রসর হতে থাকে। আল্লাহ করুন এমনই যেন হয়। আমিন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

08 November 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in